Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.84-92
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখা তথা আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের অবদান

সম্পা গোস্বামী
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Bishnupur is a town located in the Bankura district of West Bengal, India. It is renowned for its rich history, especially its terracotta temples that showcase impressive architecture and intricate terracotta art work. These temples are significant examples of the region's cultural and artistic heritage, dating back to the 17th and 18th centuries. Bishnupur is often considered a hub of classical music and handicrafts in West Bengal. Acharya Jogesh Chandra purakriti Vawan are worth admiring. The building itself is a blend of traditional and modern design elements. The museum architecture reflect the culture heritage of Bishnupur.

Keywords: Terracota, Architecture, Artistic Heritage, Culture heritage, Acharya Jogesh Chandra, Classical music.

বাঁকুড়া জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হলে, বাঁকুড়ার ভূ-প্রকৃতির একটা চমৎকার বৈপরীত্যময় বৈশিষ্ট্য আছে যা পরিলক্ষিত করতে হয়। একদিকে রুক্ষ কঙ্করময় বন্ধুর প্রান্তরের রূঢ়তা, অন্যদিকে অরণ্যময় ছায়ামগ্নতা বন্ধুত্বের স্নিগ্ধতা। এই বিশিষ্টতা স্থানিক সৌন্দর্যে যেমন প্রকট, তেমনই এ জেলার মানুষের প্রকৃতিতেও এই বৈচিত্রের সমাহার। বাঁকুড়া জেলা রাঢ় অঞ্চলের মধ্যমণি। নানারূপ শিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র এই মধ্যরাঢ়। ভাগীরথীর পশ্চিমতীর থেকে ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাঢ় অঞ্চল। রাঢ় অঞ্চলটি ছিল বীরভূম জেলা,ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ের মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলার কিছু অংশ। রাঢ় অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত বাঁকুড়া জেলা। রাষ্ট্রীয় বিকাশের দিক থেকে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ কাল। এ সময়ে দামোদর - দারকেশ্বর -কুমারী কংসবাতী উপত্যকার অরণ্যচারী কৃষ্ণকায় জনগোষ্ঠীসমূহের রাজপুত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিদার গোষ্ঠীপতিদের নেতৃত্বে কয়েকটি 'ভূমরাজ্য' গড়ে উঠেছিল। বাঁকুড়ার চারটি ভূমরাজ্য ছিল- মল্লভূম (বিষ্ণুপুর পরগনা), ধবলভূম (সুপুর পরগনা), সামন্তভূম (ছাতনা পরগনা), তুঙ্গভূম (শ্যামসুন্দরপুর পরগনা)। ভূমরাজ্যগুলির মধ্যে 'মল্লভূমের ইতিহাস' বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। কিংবদন্তী অনুসারে, বর্তমান কোতুলপুর থানার লাউগ্রামে আদিমল্ল মল্লরাজ্যের পত্তন ঘটান। পরবর্তীকালে বন - বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। কালক্রমে, সামরিক শক্তিবলে মল্লরাজ্য বর্তমান ওন্দা –বিষ্ণুপুর, জয়পুর- সোনামুখী পাত্রসায়ের --ইন্দাস থানা অঞ্চলসমূহ নিয়ে এক অতিবৃহৎ

রাজ্যের আকার নেয়। বাঁকুড়া জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে নানাবিধ উপাদান রয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে মল্লরাজ্য তথা বিষ্ণুপুরের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' এর ভূমিকা যে কতখানি তা স্বীকার্য। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ (বিষ্ণুপুর শাখা) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে, ২৯ শে জানুয়ারী। সংগ্রহশালাটির প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকে যেসকল পুরাতাত্ত্বিক গবেষকের ভূমিকা রয়েছে তাঁরা হলেন যথাক্রমে - আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সত্যশঙ্কর সাহা বিদ্যাবিনোদ, ড. কালীপদ বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক রামসরণ ঘোষ, গঙ্গাগোবিন্দ রায় প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গ।

১৯৫৪ সালের বৈশাখ মাসের এক সময়ে পরিষদ শাখার পক্ষ থেকে সভাদের একটি দল আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ভবনে গিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানায়। এই দিন ছিল পরিষদীয় শাখার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। কেননা, উক্ত দিন-ই যোগেশচন্দ্রের সংবর্ধনা সভায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (বিষ্ণুপুর শাখা) সংগ্রহশালাটির নামকরণ হয় 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন'। ১৯৫৬ সাল, ১৭ ই এপ্রিল সকাল ৮ ঘটিকায় বাঁকুড়া ক্রীশ্চান মহাবিদ্যালয় সভাকক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উপলক্ষে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে ডি-লিট উপাধি প্রদান করেছেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ১৯৬০ সালে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তরের তদানীন্তন মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, সহযোগিতা করেছেন পরিষদ তথা পুরাকৃতি ভবনের স্থপতি অনিলকৃষ্ণ কর্মকার, সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সত্যব্রত দে। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনটি তিনটি গ্যালারি সম্বলিত যথাক্রমে - ক. প্রত্নতাত্ত্বিক গ্যালারি খ. ধ্রুপদী বা সংগীত গ্যালারি গ. লোকশিল্প গ্যালারি।

প্রত্নতাত্ত্বিক গ্যালারি: আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন যুগের টেরাকোটা মূর্তিকা, বিভিন্ন ধরনের কৌলাল, নবাশ্মর আয়ুধ, মাল্যদানা, মৌর্য - শুঙ্গ যুগের কার্যাপন মুদ্রা, প্রস্তরলিপি সংগ্রাহশালাতে বিদ্যমান, যেগুলির প্রাপ্তি স্থান মূলত: ডিহর, পুরুলিয়ার কুমারী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ, তমলুক এবং বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানসমূহ। ডিহরের সংগ্রহের মধ্যে নব্যপ্রস্তর যুগের কুঠার (১০টি),পাষাণচক্র(2 /৩টি),পেষনী(৫টি), বাটালি(২টি),তীরের ফলা(১টি) বিশেষ উল্লেখ্য। এছাড়াও বেশকিছু মাল্যদানা চোখে পড়ে যেগুলি প্রধানত- ক্রিস্টাল, সোপস্টোন, জেসপার, আগেট, অনিক্স ইত্যাদি দামি উপরত্নের দ্বারা নির্মিত। সংগ্রহশালাটিতে চিত্রিত কৌলালগুলি নজরে পড়ে যেগুলি আড়বোনা জালের 'মোর্টিফ' লক্ষ্য করা যায়। চিত্রিত কৌলালের গায়ে ৮টি ছটাযুক্ত সূর্যের মোর্টিফ ছাপ কেটে তৈরী করা হয় যেগুলিতে বোঝা যায় সংস্কৃতির ছাপ। কৌলালগুলির প্রাপ্তি পুরুলিয়া, তমলুক প্রমুখ স্থান থেকে, কৌলালগুলির সংখ্যা প্রায় কয়েক শত।

প্রস্তর ভাস্কর্য: আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত মুর্তিকাগুলির অধিকাংশই সংগৃহীত হয়েছে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, সামান্য সংখ্যক পুরুলিয়া থেকে সংগৃহীত। সংগ্রহশালাতে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, জৈন- সবরকমের মূর্তি বিদ্যমান। এখানকার সংগৃহীত মুর্তিগুলিতে বরেন্দ্রভূমির ধাতব তীক্ষ্ণতা না থাকলেও, সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানকার ত্রিভঙ্গ সূর্যমূর্তি, অনন্তশায়ন মূর্তি, কার্তিক মূর্তি, একাধীন জৈন মুর্তিগুলিতে ভাস্কর্য শিল্প পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও একাধিক বৈষ্ণব মূর্তি চোখে পড়ে যেগুলির গঠন শৈলী অপূর্ব।

মুর্তিগুলি নিম্নরূপ:

১) গরুড় মূর্তি: প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর উপবিষ্টি নতজানু গরুড় মূর্তিটি ধূসর বেলেপাথরের।
সময়কাল: দশম-একাদশ শতকের।
প্রাপ্তিস্থান- জয়কৃষ্ণপুর, বাঁকুড়া
মাপ - ৬১ সে.মি × ৩৩.৫ সে.মি × ৩৮ সে.মি.

২) শঙ্খপুরুষ মূর্তি: বিষ্ণুর অন্যতম আয়ুধপুরুষ একটি শঙ্খপুরুষ মূর্তি।
সময়কাল: পাল সেন যুগের
প্রাপ্তিস্থান - শলদা
মাপ - ২১ সে.মি ×৫১ সে.মি.

৩) অনন্তশায়ন বিষ্ণু মূর্তি : মূর্তিটি ভাস্কর্য শিল্পে এক বিরল বৈশিষ্ট্যে অপরূপ নিদর্শন।
সময়কাল: আনুমানিক দশম শতক
প্রাপ্তিস্থান: গোকুলনগর, জয়পুর থানা
মাপ - ৪৫.৭ সে.মি. ×১৭.৭ সে.মি. × ৯১.৫ সে.মি.

৪) ক্ষুদ্রাকৃতি লালচে প্রস্তরপটে একাধিক বিষ্ণুমূর্তি :
সময়কাল: অষ্টম শতক
প্রাপ্তিস্থান - দ্বারকেশ্বর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ,বিষ্ণুপুর

৫) ত্রিভঙ্গ সূর্যমূর্তি : মূর্তিটি দ্বিভূজ হলেও দুটি হাতই ভগ্ন। মুখমণ্ডল অপরূপ কমনীয়তা
সময়কাল: দশম - একাদশ শতক
প্রাপ্তিস্থান - রাজগ্রাম অঞ্চল, পাত্রসায়ের থানা
মাপ - ৭৩.৫ সে.মি. × ১৭.৫ সে.মি. × ৩০.৫ সে.মি.

৬) বিষ্ণুপট্ট(চতুস্কোন): পট্টটির একপিঠে রিলিফে খোদাই বিষ্ণুর দশাবতার উদ্গাত।
প্রাপ্তিস্থান - বড়জোড়া থানার ছাদাড় গ্রাম।
আরেকটি বিষ্ণুমূর্তি : মূর্তিটি অপেক্ষাকৃত মসৃন পাথরের। মূর্তিটির পায়ের নীচের অংশটি ভাঙা
প্রাপ্তিস্থান - হুগলি
মাপ - ৩২ সে.মি × ৪০ সে.মি.

৭) একাধিক ক্ষুদ্রাকৃতি বিষ্ণুমূর্তি : মুর্তিগুলি এতই সুতীক্ষ্ণ ও সুচারু যে গজদন্ত শিল্পের সাথে বৈশিষ্ট্য যুক্ত।
প্রাপ্তিস্থান - জয়পুর
মাপ - ৬‘ × ৪‘

৮) নবনারীকুঞ্জর মূর্তি: মূর্তিটিতে ৯ জন গোপী একত্রে একটি হাতি তৈরী করছেন। মুর্তিগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা মূর্তি বিদ্যমান।
সময়কাল: সপ্তদশ শতক
প্রাপ্তিস্থান - বিষ্ণুপুরের জোড় মন্দির
মাপ - ২৫.৫সে.মি. × ৫৩.৩ সে.মি. × ৭.৬ সে.মি.

৯) মহাকাল বা ভৈরব মূর্তি: মূর্তিটি অষ্টভূজ। যার দক্ষিণের হস্তগুলিতে নরকপাল, নরমুন্ড, ধনু ও ঢাল এবং বামহস্তগুলিতে ত্রিশূর,তীর ও অসি বিদ্যমান। কণ্ঠে আজানুলম্বিত নৃমুন্ডমালা, উর্ধোস্থিত অগ্নিশিখার মতো কেশপাশ, কর্ণে কুণ্ডল, মাথায় মুকুট, মুখে গোঁফ দাঁড়ি, মূর্তিটি শৈব মূর্তির এক নিদর্শন।
সময়কাল: দশম শতক
প্রাপ্তিস্থান- শলদা
মাপ - ১০৬ সে.মি. × ১৮ সে.মি. × ৭১ সে.মি.

১০) আরেকটি লালচে পাথরের আবক্ষ ভৈরবমূর্তি : মূর্তিটির অধিকাংশই প্রায় ভগ্ন।
সময়কাল: একাদশ শতক
প্রাপ্তিস্থান- মোলকারী, বিষ্ণুপুর
মাপ - ৪০.৫ সে.মি. × ১১.৫ সে.মি. × ৩৯ সে.মি.

১১) নধর বৃষ : বিচিত্র ভঙ্গিমায় দন্ডায়মান বৃষের দুপাশে বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রসহ এক মূর্তি। অনুমান করা হয়, এটি আদিকালে বৃষবাহনোপরি এক শিব নৃত্য। তদকালীন যুগে এ মূর্তি খুবই জনপ্রিয় ছিল।
সময়কাল: আনুমানিক দশম শতক
মাপ -৩৯ সে.মি. × ২১ সে.মি.

১২) বটুক ভৈরবমূর্তি: কর্কশ বেলেপাথরে নির্মিত।
প্রাপ্তিস্থান- পাঁচমুড়া, জয়পুর থেকে।

১৩) বৃহদাকার প্রস্তার খিলান: খিলানটির মধ্যে অনেক কারুকার্যখচিত বিশেষ আকর্ষণীয়।
সময়কাল: একদশ - দ্বাদশ শতক
প্রাপ্তিস্থান- শলদা

১৪) চতুর্ভুজ গনেশমূর্তি: প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর উপবিষ্ট গনেশ মূর্তিটির বামদিকের নীচের হাত ভগ্ন, ডানদিকে নীচের হাতে অক্ষমালা, বামদিকের উপরের হাতে অনুসিত করা হয় একটি মূলক বা মূলা, নীচের হাতটিতে ছিল মোদকভাণ্ড। শুঁড়টি ছিল তার মধ্যে প্রবিষ্ট।
সময়কাল : পাল - সেন যুগের
প্রাপ্তিস্থান- রানিবাঁধ থানার, অম্বিকা নগর।

১৫) কার্তিকেয় মূর্তি: ময়ূরের উপর, উপবিষ্ট এক পদ্মাসনে মূর্তিটি অপরূপ যার এক হাতে শক্তি বা শূল বা দণ্ড, অপর হাতে কুক্কুট।
প্রাপ্তিস্থান - জয়পুর, বিষ্ণুপুর।

১৬) চামুন্ডা মূর্তি: মূর্তিটি একটি শাক্ত বা শক্তি মূর্তি। মূর্তিটি প্রায় অর্ধভগ্ন। মূর্তিটির উপরের ডান হাতে ডমরু, উপরের বামহাতে ত্রিশূল বিদ্যমান, নীচের হাত দুটি ভাঙা। মূর্তিটির দেহ কঙ্কালসার, চক্ষু কোঠরাগত।
সময়কাল: দশম শতক
প্রাপ্তিস্থান- জয়কৃষ্ণপুর অঞ্চল।

১৭) ইন্দ্রানী বা ঐন্দ্রী: হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট এক কালো পাথরের নারীমূর্তি।
সময়কাল: দশম শতকের
প্রাপ্তিস্থান- শলদা।

১৮) মহিষাসুর মর্দিনী মূর্তি: মূর্তিটিতে রনরঙ্গিনী দেবীর তেজোদৃপ্ত রূপটি ফুটে উঠেছে।
সময়কাল: একাদশ শতক
প্রাপ্তিস্থান- রানীবাঁধ থানার, কুমারী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ।
মাপ - উচ্চতা ৩৩‘ × প্রস্থ ২০‘ × গভীরতা ৬‘

১৯) একাধিক মূর্তি সমূহ: এখানে একাধিক মূর্তি সংরক্ষিত রয়েছে। যেগুলির ভগ্নাংশ ও খন্ডাংশ এখন-ও সযত্নে রাখা আছে, উদাহরনসরূপ - একটি চামর বাহক, ধাবমান সুসজ্জিত পাথরের অশ্ব, কলসী কাঁধে মুণ্ডহীন নারীমূর্তি, অপ্সরা মূর্তি ইত্যাদি।

২০) জৈন মূর্তি সমূহ: সংগ্রহশালাতে জৈনমূর্তিগুলি সংগৃহীত সংখ্যার হার বেশি, কেননা, প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জৈন ধর্ম ছিল এখানকার প্রধানধর্ম। বেশ কিছু জৈন মূর্তি নীচে আলোচনা করা হল-

২০.১) তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মূর্তি : মূর্তিটির মুখে প্রগাঢ় প্রশান্তি অঙ্গ- সৌষ্ঠব অতীব সুন্দর, লালিত্যে-লাবণ্যে মূর্তিটি অপরূপ। কথিত আছে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার প্রথম সংগৃহীত মূর্তি।
প্রাপ্তিস্থান - শলদা, গোকুলনগর

২০.২) আদিনাথ মূর্তি: মূর্তিটি কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দন্ডায়মান, যার পাদপীঠের নীচে বৃষ, দুপাশে সিংহ - পত্রপুষ্পশোভিত প্রভামণ্ডল, দুপাশে গান্ধর্ব মূর্তি।
সময়কাল: দশম শতক
প্রাপ্তিস্থান- পুরুলিয়ার মানবাজার অঞ্চল সমূহ।

২০.৩) অম্বিকা মূর্তি: মূর্তিটি আম্রবৃক্ষ মূলে আভঙ্গ ভঙ্গিমায় পদ্মোপরি দন্ডায়মান। যার বামহাতে ধৃত একটি শিশু, দক্ষিণ হস্তে ভগ্ন, পাদপীঠে সিংহ।
সময়কাল: একাদশ শতক
প্রাপ্তিস্থান- রায়পুর থানা, সাতপাটা গ্রাম।
মাপ - ২৬.৫ সে.মি. × ১০ সে.মি. × ৩১.৫ সে.মি.

২০.৪) জৈন চৌমুখা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহশালাটিতে তিনটি সুন্দর নিবেদন দেউল বা চৌমুখা বিদ্যমান। যার গঠনশৈলী অপূর্ব। শক্ত পাথরের উপর নির্মিত নিবেদন দেউলটি কারুকার্য এখনও অনেকাংশেই অটুট। চৌমুখাটির চারদিকে চারজন তীর্থঙ্করের মূর্তি, প্রত্যেক তীর্থঙ্করের মাথার উপর আরও চারজন করে ক্ষুদ্রাকৃতি তীর্থঙ্কর এর মূর্তি উদ্গাত।
সময়কাল: একাদশ - দ্বাদশ শতক
প্রাপ্তিস্থান- ধাড়া, শ্রী সুধাংশু মুখোপাধ্যায় (বিষ্ণুপুর) কর্তৃক সংগৃহীত।
এছাড়াও এই সংগ্রহশালাতে আরও বেশ কিছু সংখ্যক ছোট বড় মূর্তির অংশ সংরক্ষিত আছে।

পাটাচিত্র: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহশালাতে পাটাচিত্রগুলির সংগ্রহ ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। এখানে প্রায় চল্লিশটির বেশি পাটাচিত্র বিদ্যমান। পাটাচিত্রগুলির প্রাপ্তিস্থান মূলত : বিষ্ণুপুর এর

সন্নিকটস্থ লয়ের, নারায়ণপুর, রিষড়্যা- উলিয়াড়া, বাঁকুড়া ও বিভিন্ন স্থান, এ থেকে অনুমান করা যায়, সেখানকার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উন্নত ছিল, শৈল্পিক দক্ষতা ছিল নিপুন, কেননা পাটাচিত্রগুলির বর্ণ - লাবণ্যে আজও উজ্জ্বল। পাটার বিষয়বস্তু ছিল মূলত : শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, তাম্বুললীলা, বিষ্ণুর দশাবতার, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, মথুরালীলা, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা, শ্রী গৌরাঙ্গের সংকীর্তন ভাবসমাধি, কালী - শ্রীদুর্গা সংক্রান্ত পাটাচিত্র বিদ্যমান।

পুঁথি: আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। পুঁথিগুলিতে মূলত: তিনটি ভাষা পরিলক্ষিত হয় যথা – (১) বাংলা (২) সংস্কৃত (৩) প্রাকৃত। তবে, প্রাকৃত ভাষায় পুঁথির সংখ্যা প্রায় যৎসামান্য। সংস্কৃত ভাষায় উল্লেখযোগ্য আছে - কাব্য, দর্শন, ন্যায়, জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ব্যকরন প্রমূখ। সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে আয়ুর্বেদাচার্যদের লিখিত আয়ুর্বেদ গ্রন্থগুলির প্রতিলিপি-ও বিদ্যমান। আয়ুর্বেদ গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - মৃতমঞ্জরী, রুগ্নিনিশ্চয়, দ্রব্যপ্রদীপ প্রমুখ। এছাড়া-ও বৈষ্ণব পুঁথির মধ্যে বেশ কিছু সংগৃহীত রয়েছে, যেগুলির মধ্যে অন্যতম হল - হংসদূত, গীতগোবিন্দ দানকেলি কৌমুদী, প্রেমবিলাস, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা ইত্যাদি।

প্রস্তর লিপি: আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে ৩/৪ টি প্রস্তরলিপি বিদ্যমান যেগুলির প্রাপ্তিস্থান ছাতনা। প্রস্তরলিপিগুলিতে মল্লাব্দ বর্তমান। এই অব্দগুলি মল্ল অব্দ। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মল্ল অব্দগুলির সাথে ১০১ যুক্ত করা হলে 'বাংলা অব্দ' পাওয়া যায় এবং ৬৯৪ যোগ করা হলে ইংরেজি সাল পাওয়া যাবে।

প্রাচীন যুগের মুদ্রা: সংগ্রহশালাতে মৌর্য - শুঙ্গ যুগের মুদ্রা সংরক্ষিত রয়েছে, এমনকি সুলতানি,মুঘল,ব্রিটিশ যুগের মুদ্রা-ও নিহিত আছে।

Music Gallery (সংগীত গ্যালারি): 'ঘরানা' শব্দটি হিন্দীশব্দ, যার অর্থ পরিবার। কিন্তু সংগীত ক্ষেত্রে এর অর্থ ব্যাপক ও অতিরিক্ত অর্থবহনকারী। প্রখ্যাত শিল্পী বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মতে, " Gharana i.e. a particular line of hereditary musical tradition and particular school of musical styles created a followed by great music teachers and their disciplines". সংগীত গ্যালারিতে বিশিষ্ট গায়কদের ব্যাবহৃত যন্ত্রপাতি নিদর্শন সংগৃহীত রয়েছে, সেখানকার সংস্কৃতির ধারার প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। কেননা উন্নততর শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে যদি গড়ে তুলতে হয় সেক্ষেত্রে প্রয়োজন সুস্থিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। বিষ্ণুপুর তার ব্যতিক্রম ছিল না, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনুকুল্যে সঙ্গীতের যে চর্চা শুরু হয় পরে তা সুদীর্ঘকালের অনলস অনুশীলন ও প্রতিভাবান সংগীত শিল্পীদের অবদানে বিষ্ণপুরী সংগীত শৈলী ভারতীয় মার্গ সংগীতের জগতে একটি বিশিষ্ট রীতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

রবীন্দ্র সংগীতে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ,খ্যাল, টপ্পার পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। একথা বলেছিলেন প্রয়াত সংগীতাচার্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'গোপেশ্বর স্মৃতি, বক্তৃতা মালার'তৃতীয় বক্তব্যের সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন যে, রাধিকা প্রাসাদ গোস্বামী যখন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সংগীতচার্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন তার কাছে থেকে পাওয়া অনেকগুলি হিন্দি ধ্রুপদ,খ্যাল ইত্যাদি গানের অনুকরণে বেশ কিছু ব্রাহ্ম সংগীত রচনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ বাবু এই অভিবাসনে উল্লেখ করেন যে যখন বাংলা গানের কোন চল ছিল না, তখন বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতগুরু রামশংকর ভট্টাচার্য কতগুলি বাংলা গানকে ওস্তাদি গানের ছাঁচে ঢেলে এক নতুনত্ব সৃষ্টি করেন। এদিক থেকে তাকে বাংলা ওস্তাদি গানের প্রবর্তক বলা চলে কেমন করে ক্রমশঃ বিষ্ণপুরী ধ্রুপদ রবীন্দ্র সংগীত

জগতে প্রবেশ লাভ করল সেকথা বলতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, রামশঙ্করের বাহার রাগে রচিত 'প্রনমামি শঙ্কর' গানটির অনুকরনে তার সুযোগ্য শীর্ষ যদুভট্ট রচনা করেন 'আজু বহত সুগন্ধ পবন' এবং এর অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'আজি বহিছে বসন্ত পবন'।

একথা স্বীকার্য যে,বাঁকুড়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারে বিষ্ণুপুর ধ্রুপদ শিল্পের ভূমিকা অধিক। এক্ষেত্রে, আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের সংগীত গ্যালারিতে শিল্পীদের যে আলোকচিত্র পরিলক্ষিত হয় সেখানে তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ছবি ও বিদ্যমান। বিষ্ণপুর ঘরানার আলোকচিত্রগুলিতে যে সকল প্রসিদ্ধ গায়কেরা আছেন উল্লেখযোগ্য হলেন রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী দন্ডমাত্রিক স্বরলিপির আবিষ্কর্তা। তিনিই প্রথম ঐক্যতান বাদনের প্রবর্তন করেন। এছাড়াও, অন্যান্য শিল্পীবর্গরা হলেন যথাক্রমে -

১) অম্বিকা বন্দোপাধ্যায় বিখ্যাত কত্থক ও ধ্রুপদী শিল্পী
২) গোকুল নাগ - সেতার বাদক
৩) রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় - সেতার ও এসরার বাদক প্রমুখরা।

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের সংগীত গ্যালারিতে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি সংগৃহীত আছে যেগুলি বিখ্যাত শিল্পীগণ ব্যবহার করতেন। সংগীত রত্নাকর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যাসতরঙ্গ, সুরাহার, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি যন্ত্রপাতি বিদ্যমান। বিন্ধবাসিনী দেবীর এসরাজ, ১৫ টি বাটি সম্বলিত বিখ্যাত জলতরঙ্গ, তানপুরা সংগ্রহশালাতে সুরক্ষিত,গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাখোয়াজ, তানপুরা সংরক্ষিত রয়েছে।

লোকশিল্প গ্যালারি: আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের তৃতীয় গ্যালারি হল লোকশিল্প গ্যালারি, এই গ্যালারিতে প্রবেশ করলে বোঝা যাবে বিষ্ণুপুরকে শুধুমাত্র পুরাকৃতি এবং ধ্রুপদী সংগীত অনন্যতায় পরিণত করেছে তা নয়, সমান্তরালে সাহিত্য, গ্রামীণ ও লোকশিল্প,ধাতুবিদ্যা,মৃৎশিল্প, বস্ত্রশিল্প তথা বিভিন্ন কুঠীর শিল্পের বিকাশ মল্লভূমকে তথা বিষ্ণুপুরকে বিকশিত করেছে। এরূপ এক অনন্য শিল্প গ্যালারির শোভা বর্ধিত করছে, যার নাম দশাবতার তাস।

দশাবতার তাস: বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের ইতিহাস মল্ল রাজাদেরর সাথে জড়িত। কথিত আছে, মল্লরাজ বীর হাম্বীরের সময় বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমে দশাবতার তাসের জন্ম, যার বয়স আনুমানিক ৩০০-৪০০ বছর। বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস খেলা ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারকে নিয়েই - মৎস্য,কূর্ম, বরাহ,নৃসিংহ,বামন, রাম,বলরাম, জগন্নাথ, ভৃগুরাম (পরশুরাম) এবং কল্কি। ১৮৯০ সালে Asiatic Society Journal হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত একটি 'নোট' থেকে এর বয়স জানা যায় প্রায় ১১০০-১২০০ বছরের প্রাচীন। সারা ভারতে বিভিন্ন জায়গায় উদাহরণ স্বরূপ রাজস্থান, মহীশূর,মহারাষ্ট্রে প্রমুখ স্থানে 'গঞ্জিফা' নামে পরিচিত। এমনকি মুঘল যুগেও এই খেলার অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায়। বাবর কন্যা গুলবদন বেগম তার 'হুমায়ননামা' তে, আবুল ফজল 'আইন- ই - আকবরী' তে 'গঞ্জিফা' উল্লেখিত প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সম্রাট আকবর এই খেলা খুব ভালবাসতেন, সেই সময় তাস ছিল ১৮৮ টি, তাসের সেট ছিল ৯৬ টি যেগুলি হাতির দাঁত দ্বারা নির্মিত।

কথিত আছে, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীর হাম্বীর তার গুরু শ্রী নিবাস আচার্যের মাধ্যমে এই খেলা উড়িষ্যা থেকে তার রাজ দরবারে নিয়ে আসেন। রাজা বীর হাম্বির তার ফৌজদার তথা সেনাপতি কার্তিক ফৌজদারকে তাস আঁকতে বলেন। তার সময় থেকে আজও বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবারে তাস তৈরির কাজ চলছে। তাস তৈরীর উপকরণ গুলি হলো মূলত - তেতুল বিচির আঠা, পাতলা কাপড়, খড়ি মাটি,মেটে

সিঁদুর, গালা, রঙ,তুলো, কাচি এবং এবং ভালো আবহাওয়া। তৎকালীন যুগে এই শিল্প ছিল খুবই আকর্ষণীয়, কিন্তু বর্তমান কালে এই লোকশিল্পটি লুপ্তপ্রায়। সংগ্রহশালাতে যত্ন সহকারে সংরক্ষিত রয়েছে 'দশাবতার তাস' যা সংস্কৃতিকে এক উন্নতশিখরে পৌঁছে দেয়।

রেশম বস্ত্র: বিষ্ণপুরের রেশম শিল্প বাংলা তথা ভারত বিখ্যাত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার "আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন" সংগ্রহশালাতে তিন চারখানা রেশম বস্ত্র সংরক্ষিত রয়েছে। সবগুলি পুরো কাপড়ের নয়,বস্ত্রখন্ড মাত্র। আবার কিছু কাপড়ের টুকরো লক্ষ্য করা যায় যেগুলির শৈল্পিক দক্ষতা অসাধারণ। কাপড়গুলিতে তথা পাড় ও আচলে দেখা যাবে মাছ, হাতি - ঘোড়া, সারিবদ্ধ মানুষের ছবি ইত্যাদিতে সুকারুকার্যতা। শাড়ীগুলির বয়স আনুমানিক ৭০-৮০ বছর। সংগ্রহশালাতে বিষ্ণপুরের বিখ্যাত বালুচরী শাড়ী সংরক্ষিত রয়েছে। বালুচরি শাড়ীর প্রবর্তক হিসেবে নাম আছে অক্ষয় চন্দ্র দাস,যাকে 'পাটরাঙ্গা' বলা হয়। এছাড়াও 'সিমলাপালের কাঁথা' সংরক্ষিত আছে শিল্পী ছিলেন হেমাঙ্গিনী সন্নিগ্রাহী।

ঢোকরা শিল্প: আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন সংগ্রহশালাতে ডোকরা বা ঢোকরা'র শিল্পের বেশ কিছু নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে। প্রধানত পিতল দিয়ে ঢালাই পদ্ধতিতে নির্মিত প্রাচীন লোকশিল্পের নাতিবৃহৎ নিদর্শনকে ডোকরা শিল্প বলা হয়, বিশিষ্ট লোকশিল্প গবেষক প্রভাস সেনের মতে-'The art of casting metal into different objects of use developed as man stepped into the copper stone age from that a burt clay pottery's.(Sen Probhas, Metal work, Craft of West Bengal,Mopin Publishing Pvt. Ltd. New Delhi-1994)"। সংগ্রহ সালতে ডোকরা শিল্প নিদর্শন হিসাবে মূলত: লক্ষ্মীর মূর্তি সহ বিভিন্ন আম,মাছ,ইত্যাদি জালির কাজগুলি বিশেষ আকর্ষণীয়।

মৃৎশিল্প: আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন সংগ্রহশালাতে মৃৎশিল্পের নিদর্শন হিসেবে পোড়ামাটির ঘোড়া, হাতি,মনসার চালি, বৌঙা হাতি, প্রতিমার মুখ,লক্ষ্মীভাঁড় ইত্যাদি সংরক্ষিত রয়েছে। এমনকি, পাঁচমুড়ার লাল ও কালো হাতি যার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী যেগুলি সংরক্ষিত রয়েছে। Jasieen Dhamija তাঁর Indian Folk Arts and Crafts নামক গ্রন্থের "Pottery and Terracotta" অধ্যায়ে বলেছেন "The clay Bankura horse of West Bengal is one such from through even in Bankura District each villages gives its own distrincly characteristic form to figure.The bankura horse which in wiliknown in delhi and other cities,actually rails from village Panchmurah, whereas another village five miles away,Rajogram has a distinctly different style of its own."

মধ্যযুগীয় অস্ত্র শস্ত্র: সংগ্রহাশালাতে বেশ কিছু মধ্যযুগীয় অস্ত্র শস্ত্র সংরক্ষিত রয়েছে। যেগুলির মধ্যে অন্যতম হল - ঢাল- তলোয়ার,কামানের গোলা,পোঁড়ামাটির বাঁটুল,কিরিচ ইত্যাদি। বাঁকুড়ার জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংমিশ্রণ ও চলমানতাই সুস্পষ্ট। তবে, বাঁকুড়া জেলা দরিদ্র ও পশ্চাপদ জেলা,উনিশ শতকে শিক্ষা মূলত অভিজাততন্ত্রিক অর্থাৎ শহরের ব্যবসায়িদের ছেলেরা পাঠশালায় যায় সাধারণ হিসেব বুঝতে,পড়তে পারতো অল্প সংখ্যক, লেখার ক্ষেত্রে হার কম। হান্টারের মতানুসারে - বাঁকুড়া জেলার একটি পশ্চাৎপদ জেলার ক্ষেত্রে বিস্ময়ের নয় যে, দেশের অন্যান্য ধনী অংশগুলোর তুলনায় খুব কম অগ্রগতি ঘটেছে, তবুও রাঢ়ের সভ্যতা ও জাতি গঠনের ন্যায়, সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতি ও সমাজ গঠিত হয়েছে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, অ্যাল্পাইন নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে এক মিশ্র সংস্কৃতি। যার ফলস্বরূপ দেখব, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ হতে খ্রিস্টান মিশনারীরা বাঁকুড়ায় শিক্ষা (খ্রিস্টান কলেজ, মিশনারী স্কুল) প্রচারে আগ্রহী হন।

কবিগুরুর ভাষাকে একটু বদল করে বলা যেতে পারে, বাঁকুড়ায় আদিবাসী - হিন্দু - মুসলমান - খ্রিস্টান - অবাঙালি এসে মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র গড়ে তুলেছে, সৃষ্টি হয়েছে মিশ্র সমন্বয়মূলক সংস্কৃতির।

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা:

১। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন এর ' ক্যাটালগ '।

২। পশ্চিম রাঢ় বিবিধ প্রসঙ্গ সম্পাদক মন্ডলী চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, দাস শৈলেন, হাজরা কান্তি,দে গৌতম, চক্রবর্তী গিরিন্দ্রশেখর, ব্যানার্জি সুদীপা, বাঁকুড়া জেলা পরিষদ, বাঁকুড়া ১৫ ডিসেম্বর, ১৯১৯।

৩। বসিরুদ্দোজা সৈয়দ, রাঢ়ের শিল্প ডোকরা,প্রকাশনা বিভাগ,বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,রাজবাটী, বর্ধমান,১৪ এপ্রিল,২০০১ নববর্ষ,১৪০৮ প্রস্তাবনা, রাঢ়ের পরিচয়।

৪। ঘোষ সমর, বাঁকুড়া জেলার চলমানতা, পশ্চিম রাঢ় বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৬৭।

৫। পশ্চিম রাঢ় বিবিধ প্রসঙ্গ ; সম্পাদক মন্ডলী, পূর্বোক্ত- পৃ: ৭৫।

গ্রন্থ ও গ্রন্থপঞ্জি:

১। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়ার ইতিবৃত্ত,

২। ভট্টাচার্য তরুণ দেব, বাঁকুড়া দর্শন,

৩। মিশ্র পরিপ্রসন্ন, মল্লভূমের উজ্জ্বল সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের খোঁজে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন - এর সমিতি সদস্য সচিব মাননীয় চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত।

২। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন - এর পুরাতত্ত্ব, বস্তু সামগ্রীসমূহ, এবং আলোকচিত্র থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যসমূহ।